ক্ষুদ্র ভুমিকা

কর্ণফুলী'র আন্তরিক উৎসাহে এক কালের প্রথিতযশা সাংবাদিক, লেখক ও শীর্ষস্থানিয় বিদেশী কুটনৈতিক সহযোগী জনাব হিফজুর রহমান পূণরায় তাঁর কলম হাতে নিয়েছেন। সেদিন ঝট-পট লিখে ফেললেন সম সাময়িক দেশচিত্র নিয়ে একটি কলাম। গত ১লা অক্টোবর লেখাটি বাংলদেশের দৈনিক জনকণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল। আন্তর্জালের কারণে সারা বিশ্বে বহু বাংলা পাঠক তার এ লেখাটি পড়েছেন। মতামত সহ সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই। কানাডা থেকে ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন উচ্ছাসভরা কণ্ঠে তাঁকে ফোন করে জানালেন, "ভাইজান, এক্কেবারে ফাটাফাটি লেইখা ফ্যালাইছেন।" বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে হিফজুর রহমানের মেধা ও জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে দেশে বিদেশে যারা অবগত আছেন তারা প্রায় সকলে ফোন ও ইমেইল করে প্রশংসার সাগরে তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি লিখছেন, লিখবেন, তাঁর কলম চলবে আমৃত্যু, কথা দিলেন সকল শুভানুধ্যায়ীদের। তাঁর বিনয়াবনত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে আমাদের ক্ষুদ্র প্রকাশনা কর্ণফুলীও বাদ যায়নি। আমরা তার সাম্প্রতিক লেখাটিকে কর্ণফুলীতে পুণঃপ্রকাশ করে তার প্রতি আমাদের আকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। যাদের চোখের পলকে লেখাটি দৃষ্টি থেকে হঠাৎ হড়কে গিয়েছিল তাদের কথাও আমরা বিবেচনা করেছি। আমরা আশাকরি বাংলাদেশের বর্তমান বিদ্যুৎ-নাটক নিয়ে লেখা তার এ প্রতিবেদনটি সকলের ভালো লাগবে।

- প্রধান সাম্পানওয়ালা

কেউ কি আমাকে "উন্নয়নের জোয়ার" কাকে বলে বুঝিয়ে দেবেন, প্লীজ!

অথঃ বিদ্যুৎ উপাখ্যান

হিফজুর রহমান

১.

পেশাগত কারণেই পৃথিবীর অনেক দেশে ঘুরতে গিয়ে সমূদ্রের প্রবল হাতছানি উপেক্ষা করতে পারিনি, সারাজীবনই। আর সমূদ্র দেখতে গিয়ে তার জোয়ার-ভাটার খেলাও দেখেছি বহু, বিমুগ্ধ চিত্তে। কিন্তু, এখন আমাদের এই বঙ্গদেশের রঙ্গভূমিতে কেবল জোয়ারেরই কথা হচ্ছে সেটা চিত্তে কেবলই বিভ্রম ঘটাচ্ছে। ভাবি, জোয়ারের অর্থ কি?

ইদানীং হাতে একটু সময় থাকাতে টেলিভিশন নামক যন্ত্রটির সামনে বসার সুযোগ ঘটে প্রায়ই। অনেক চ্যানেলের যুগ এটা, ফলে কেবল বাধ্য হয়ে বিটিভি নামক বোকাই বাক্সের একতরফা বকোয়াস না শুনলে বা না দেখলেও চলে। কিন্তু, কিছু কিছু চ্যানেল আছে, যারা আপাতঃ নিরপেক্ষতার নামাবলি পরেও ওই বোকাই বাক্সের পিল কিছুটা হলেও গেলান। আর সরকারের বেঁধে

দেয়া নিয়মের কারণেই অন্য সব বেসরকারী চ্যানেলও রাতে বোকাই বাক্সের আজীব খবর পরিবেশন করতে বাধ্য হন। এই সব কারণে আজকাল কিছু বাক্য প্রায়ই শুনতে হয় বা শোনা যায়। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে, 'বিরোধী দল আমাদের উন্নয়নের জোয়ার দেখে ভয় পেয়েছে।' আরেকটি হচ্ছে,'দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। অরেকটি কথা হচ্ছে, 'দেশে আজ কোন সন্ত্রাস নেই, শান্তি বিরাজ করছে।'

রাজনৈতিক নেতাদের বাগাড়ম্বর আমাকে কখনোই আকৃষ্ট করেনা বা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি ওতে খুব মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন কখনোই মনে করিনা। কারণ তাদের বাগাড়ম্বর আমাদের ভাগ্য কখনোই বদলায়না, বরং আরো বিপত্তিতে ফেলে দেয়। তারপরও আর কতো মুখ ফিরিয়ে থাকবো? এই সময়ে এসে উন্নয়নের জোয়ারের কথা শুনে অ্যাতোই আতান্তরে পড়েছি যে, এখন এর অর্থ খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে সবার কাছে, কেউ যদি দয়া করে বুঝিয়ে দেন, এই অপোগন্ডকে!

২.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিন না কি প্রায় দিনই কোথায় কোথায় যেন বলে থাকেন, 'দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে, আর সে জোয়ার দেখে বিরোধী দল ভয় পেয়েছে, বিদেশী শক্তির সাথে মিলে দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে।' একটাই প্রশ্ন করার আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, আপনি যদি জানেনই যে কেউ কেউ বিদেশী শক্তির সাথে মিলে দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, তাহলে তাদেরকে আইনের ঘেরাটোপের মধ্যে আনছেননা কেন? প্রমাণ যদি থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অন্ততঃ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা তো আনাই যায়, নাকি যায় না? কারণ এই সরকারের আমলেই লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, শিক্ষক অধ্যাপক মুনতাসির মামুন প্রমুখকে বিনা প্রমাণেই রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় জড়ানো হয়েছিল। সুতরাং সলিড প্রমাণ থাকলে আটকাতে বাধা কোথায়?

প্রধান মন্ত্রী আজকাল প্রায়শঃই আরেকটি কথা বলে থাকেন। সেটা হচ্ছে, দেশে শান্তি বিরাজ করছে, কোন সন্ত্রাস নেই। সন্ত্রাস প্রসঙ্গে আর নাই বা গেলাম। কানসাট থেকে শনির আখড়া হয়ে মিরপুর, লালবাগ, নরসিংদি, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ কোথায় নেই আজ আন্দোলন! সবাই বিদ্যুতের দাবিতে, পানির দাবিতে আন্দোলন করছে। এজন্যে তাদের কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়নি। কানসাটে একজন রব্বানী এবং শনির আখড়ায় একজন মাসুদের জন্ম হয়ে গেছে কেবল জনতারই প্রয়োজনে। দেশের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত গার্মেন্ট মলিকরাও রাস্তায় নামলেন বলে। কারণ প্রতিদিন ছয় ঘন্টা করে জেনারেটর চালিয়ে এই শস্তার বিশ্ববাজার থেকে কি লাভ করবেন তারা? গত কিছুদিন ধরে সারা দেশে যা চলছে সেটাকে কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্তির নিদর্শন বলে দেখতে পাচ্ছেন? পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সাধারণ মানুষ, সর্বরোগহারী 'র‍্যাবের' গাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষ। এজন্যে কোন মোহম্মদ নাসিম, আবদুল জলিল, ইনু বা মেননের দরকার হয়নি। কারণ মানুষ তার প্রয়োজন চেনে এবং কখনো না কখনো উত্যক্ত হয়ে তারা রাস্তায়ও নেমে পড়তে পারে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বদ্ধদুয়ার না কি রুদ্ধদুয়ার বৈঠক করে বাইরে এসেই বলে ফেললেন এই সব ঘটনা সাবোটাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং সকল রাজনীতিককেই বলছি, আর কিছু কি দেখতে পাচ্ছেননা আপনারা? সাধারণ মানুষ বুঝতে শুরু করেছে পড়ে পড়ে মার খাবার দিন আর নেই। গানের ভাষায়ই বলতে হয়, 'শুনিতে কি পাও তার পায়ের আওয়াজ, সে আসছে.....'

৩.

এই নিবন্ধ লেখার সময় জানা গেল বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) আনোয়ারুল কবির তালুকদার 'বিবেকের তাড়নায়' ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে পদত্যাগ করেছেন। ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে বলা হয়েছে, তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? তার দোষটা কোথায়?

রমজান মাস শুরু হবার আগে মেজর জেনারেল (অবঃ) আনোয়ারুল কবির তালুকদার বলেছিলেন, এই মাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্যে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তার কথা শুনে চিত্তে সুখ জাগার কোনোই কারণ ছিলনা, অন্ততঃ আমার। কারণ এই খাতে কিছুদিন কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। বিদ্যুৎ জেনারেশন বা উৎপাদনের হিসাবে সরকারের অনেক জাগলারির পরেও দেখা যায় এখনো বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের সামগ্রিক ঘাটতি পিক আওয়ারে দু'হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি। আর অফ পিক আওয়ারে তার চেয়ে কিছুটা কম। এখন এই ঘাটতি বিদ্যুৎ কি জনাব তালুকদার তার বাড়ি থেকে এনে দিতেন? এই মানুষটির প্রতি অর্থ্যাৎ মেজর জেনারেল (অবঃ) আনোয়ারুল কবির তালুকদারের প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধাবোধ ছিল নিপাট ভালো মানুষ হবার কারণে। টেলিভিশন চ্যানেলে তার সাক্ষাতকার নিতে গিয়েও তাকে ভালোমানুষই মনে হয়েছে। কিন্তু তার এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেবার আগে তিনি কি জানতেননা একটা দূর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্বৃত্তায়নগ্রস্ত খাতের উত্তরধিকার তিনি নিতে যাচ্ছেন? সেই সাথে রয়েছে বাতিল এবং রদ্দি যন্ত্রপাতি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অপচেষ্টারও উত্তরাধিকার। সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান, অতীব ধনী জনাব ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুতো দীর্ঘ সময় কেবলই বাগাড়ম্বর করে এবং এই বিদ্যুৎ খাতের যতোটুকু সম্ভব ক্ষতি করে সরে পড়েছেন "নিপাট নির্দ্দিদায়"। আর শেষ বেলায় দায়টা চেপেছে জনাব তালুকদারের ওপর। ফলে এই রোজার মাসে শুধু এই রাজধানীতেই লোডশেডিং হচ্ছে দিনে অন্ততঃ চারবার থেকে ছয়বার। জানিনা মফস্বলের মানুষ কেমন আছেন? প্রসঙ্গত বলতে হয়, এই লেখাটি লেখার সময়ও বিদ্যুৎ গেছে দু'বার আমাদের রমনা এলাকায়।

শুধু টুকু সাহেবকে দুষলে অন্যায় করা হবে। এই দেশে যে লুটপাট ও দুর্বৃত্তায়নের অর্থনীতি আমরা গত কয়েক বছরে কায়েম হতে দেখেছি, তাতে টুকু সাহেবদেরও যে গড ফাদার আছে সেটা সবাই জানেন। এখন সবাই জানেন এক অদ্ভুত রাজতন্ত্রের মহিমা এদেশে বিরাজ করছে, যে মহিমার কারণে আমরা এরকমই উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছি যে, সাধারণ মানুষের বুক-পেট একসাথে লেগে যাচ্ছে আর কারো কারো গাড়ির ফ্লিটে পাজেরো, মার্সিডিজ আর বিএমডব্লিউ'র সমাহার গড়ে উঠছে।

আসুননা একবার দেখি এই সরকার বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়নের কি জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন! একটা পাওয়ার স্টেশন চালু হয়েছে এই সরকারের আমলে। নাম বাহারি, পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট! গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টঙ্গীতে স্থাপিত ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম এই প্রকল্পটি উদ্বোধন করে আসার পর এই প্রায় বৎসরাধিককালে প্রকল্পটি ৮০ বার বন্ধ হয়েছে। আর পূর্ণ ক্ষমতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে সর্বমোট তিরিশ দিন। সর্বশেষ জানা গেছে, যেহেতু গ্যাসের প্রয়োজনীয় চাপ পাওয়া যাচ্ছেনা সেহেতু এই প্রকল্পটিকে বাতিল ঘোষণা করলেই ভালো হয় এরকম চিন্তাও নাকি কেউ কেউ করছেন। আরো একটি কথা না বললেই নয় যে, এই প্রকল্পটি স্থাপনে একই ক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি প্রকল্পের চাইতে প্রায় একশ কোটি টাকা বেশি খরচও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এই প্রকল্পের দূনীতি খুঁজে বের করার জন্যে সব ফাইলকে মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলে শুনেছি। কিন্তু, জনাব তালুকদার কি এটাও জানতেননা যে এই দূর্নীতির স্বরূপ উদঘাটন করা তার মতো ভালোমানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না? কারণ, সর্ষের মধ্যেই যে ভূত বসে আছে? এই দেশে অ্যাতো পাজেরো, মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ, জাগুয়ার, পোর্শের মতো কোটি কোটি টাকা দামের গাড়ি আসে কি করে সেটা কি তিনি একবারও ভাবেননি?

৪.

এই প্রকল্পটি একটি চীনা কোম্পানী হারবিনের অবদান। এই দেশে চীনা কোম্পানী যেখানে গেছে সেখানেই কোন না কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এমনও হতে পারে চীনা কোম্পানীর সাথে দোস্তি পাতালে সুবিধা হয় অনেক বেশি? রাউজান-১ ও রাউজান-২ (একটি স্থাপিত হয় মহামতি এরশাদের সময় এবং আরেকটি স্থাপিত হয় মান্যবরেষু বেগম খালেদা জিয়ার বিগত সরকারের সময়) বিদ্যুৎ প্রকল্প

দুটোরও সরবরাহকারী চীনেরই একটি প্রতিষ্ঠান সিএমইসি। দু'টিরই উৎপাদন বা জেনারেশন ক্ষমতা ২১০ মেগাওয়াট করে, একুনে তাদের উৎপাদন করার কথা ৪২০ মেগাওয়াট সর্বমোট। কিন্তু, এই প্রকল্প দু'টি স্থাপনের প্রক্রিয়ায় যে চারশ বিশি করা হয়েছে তারই কারণে এর একটি দাঁড়ায় তো আরেকটি বসে থাকে। আর একটি বসে তো আরেকটি শুয়েই যায়। এরা দুই ভাই মিলে আজো পর্যন্ত একসাথে ৪২০ মেগাওয়াট উৎপাদন করেছে বলে আমার তথ্যে নেই। আর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ৪২০ করেই বসতো সেটাকে জাতীয় গ্রীডে বিতরণের জন্যে যে প্রয়োজনীয় ট্রান্সমিশন লাইন দরকার সেটাই নেই। সুতরাং ওরা যে ৪২০ কর্মকান্ড করেনি সেটাও এক রকম ভাগ্য।

কিন্তু এদের জন্যে আমাদের জাতির ভাগ্য যে নয়ছয় হয়ে গেল তার জবাব দেবেন কে? মাত্র কয়েক বছর আগে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো পটাপট পপাত ধরণীতল হচ্ছে, অথচ তিরিশ বছর আগে স্থাপিত বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো দলাই মলাই করে এখনো চরছে এবং ধুঁকতে ধুঁকতে কোন রকমে হলেও একটু বাতি আমাদের দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বা প্রায় বিদায়ী সরকার বলছেন বিগত অর্থ্যাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতার দায়ভার তাদের বইতে হচ্ছে। মানলাম, ভালো কথা। কিন্তু, আপনারা প্রায় পাঁচ বছর ধরে জড়দগবের মতো বসে থেকে এখন বিদ্যুতের আন্দোলনের মধ্যে 'সাবোটাজ' খুঁজছেন কেন? কয়েক মাসের মন্ত্রীকে বিদায় দিতে হচ্ছে বা বিদায় নিতে হচ্ছে কেন?

বিদায় বেলায় সরকার আরেকটি চমক দেখাতে চেয়েছেন বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের কথা বলে। এই কয়েকদিন আগেই তারা প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন তথাকথিত বিদ্যুৎ খাতের অচলাবস্থা দূর করার জন্যে। কিন্তু, এই টাকার একটিও ব্যয় হবেনা একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মানের জন্যে। এর পুরোটাই ব্যয় হবে ট্রান্সমিশন লাইন বা বিতরণ লাইন নির্মাণ ও বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রগুলোর পুনর্বাসনের জন্যে। পিডিবির মতো আরইবি'রও এই বিতরণ লাইন নির্মাণে আগ্রহ অনেক বেশি। এখন প্রশ্ন, বিদ্যুতই নেই বিতরণ করার মতো, তাহলে বিতরণ লাইন নির্মান করে হবে কোন ঘন্টাটা? আসলে মালুম হয়, এই কর্মকান্ডে কমিশন বা অন্যান্য আয় দ্রুত আত্মস্থ করা যায় সেটা একটা সুবিধা। আর দেশবাসীকে আবার কিছুদিন বোকা বানিয়ে বসিয়ে রাখার জন্যেও এটা বেশ কার্যকর হতে পারে বলে তাদের মনে হয়েছে হয়তোবা। অথচ, সৎচিন্তা থাকলে এই পুরো ব্যয়ের অর্ধেক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ব্যয় করলে দেশবাসী দুই বছর পরে হলেও অন্ততঃ চারশ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুতের দেখা পেতেন।

৫.

একটা তথ্য সংবাদ মাধ্যম থেকেই জানা গেছে, কোন দাতা সংস্থাই এই সরকারকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে কোন অনুদান দিতে রাজি হয়নি। একটি দাতা সংস্থাতো একটি আইপিপি'র জন্যে দেয় টাকাও প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কারণ আমাদের দেশের বিদ্যুৎ বিভাগের সৎমানুষেরা (!) পরামর্শক নিয়োগ থেকে শুরু করে, যন্ত্র ও সরঞ্জাম ক্রয়, সিভিল কনস্ট্রাকশন বা নির্মাণ এবং পরে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ পর্যন্ত সব কিছু থেকেই কলাটা মূলোটা, একান্ত না হলে দামি হাত ঘড়িটা পাবার চেষ্টা করে থাকেন। আর এই প্রক্রিয়ার কারণেই একটি স্থাপনার ব্যয় কখনো দেড় গুন আবার কখনো বা দ্বিগুনও হয়ে যায়। আর এই হরিলুটের মোচ্ছবে কোন দাতাই বা শামিল হবেন একবার বলুন দেখি? একটি দাতা দেশের দূতাবাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা একদিন আড্ডা মারার মধ্যেই বলেছিলেন তোমাদের সরকারের বা তাদের আত্মীয়দের কারো সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন কোন প্রকল্পেই আমরা কোন অনুদান দেবোনা।

র‍্যাবকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি তথাকথিত ক্রসফায়ারে কিছু সন্ত্রাসী নিধনের জন্যে। বিনা বিচারে এই নিধনযজ্ঞ হলেও কাজটা একেবারে খারাপ তা কখনোই বলবোনা। কিন্তু যে হোয়াইট কলার ভালোমানুষমুখো সন্ত্রাসীদের কারণে দেশের অর্থনীতিটাই লুঠ হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্যে এরকম কোন

ক্রস ফায়ারের ব্যবস্থা করবার মতো কোন সৎ সরকার কি এদেশে আসবেন? একজন সৎ শাসক কি আসবেন, যিনি এই খাতের সাথে জড়িত মানুষ এবং ভবনগুলো কি পরিমাণে লুঠ করেছে তা নিরূপণ করতে পারবেন? পিডিবি, আরইবি'র চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সব কর্মকর্তাদের অনেকেই আয়ের সাথে সঙ্গতিবিহীন কতো টাকার সম্পদ গড়ে তুলেছে, কতো টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেশে ও বিদেশে তাদের আছে, ক'জনার সন্তানরা বিদেশের সেফ হোমে বসে আছে বাপেদের কলুষিত আয়ের বদৌলতে এটা যদি কেউ বের করতে পারতেন, তাহলে দেশের মানুষ বুঝতে পারতেন কেন তারা বিদ্যুৎ পান না? এমন একটি সৎ শাসক গোষ্ঠী কি পাওয়া যাবে আদৌ?

৬.

এই সরকারের আমলে তো কিছুই হলোনা। বিদ্যুতের সংগ্রাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে? পরবর্তি সরকার শুরুই করবেন দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি নিয়ে (শীতকালে একটু কম হবে) এবং রদ্দি পচা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে। যথেষ্ঠ সৎ হলেও অন্ততঃ তিন বছরের মধ্যে এই ঘাটতি মোকাবিলার শক্তি পরবর্তি সরকারের হবেনা। সেই সাথে আরো চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টিও রয়েছে। ফলে, পরবর্তি সরকারের জন্যে একটা 'হটবেড' হবে বিদ্যুৎ খাত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এসম্পর্কে আর বেশি বলার সাহস আমার নেই। নইলে কোন ভবন থেকে কি রকম শাস্তির পরোয়ানা জারি হয়ে যাবে কে জানে! একেবারে সাধারণ মানুষ আমি, পালাবো কোথায়?

হিফজুর রহমান, ঢাকা, *E-mail: hifzur@dhaka.net*